মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

# গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯খ্রি.

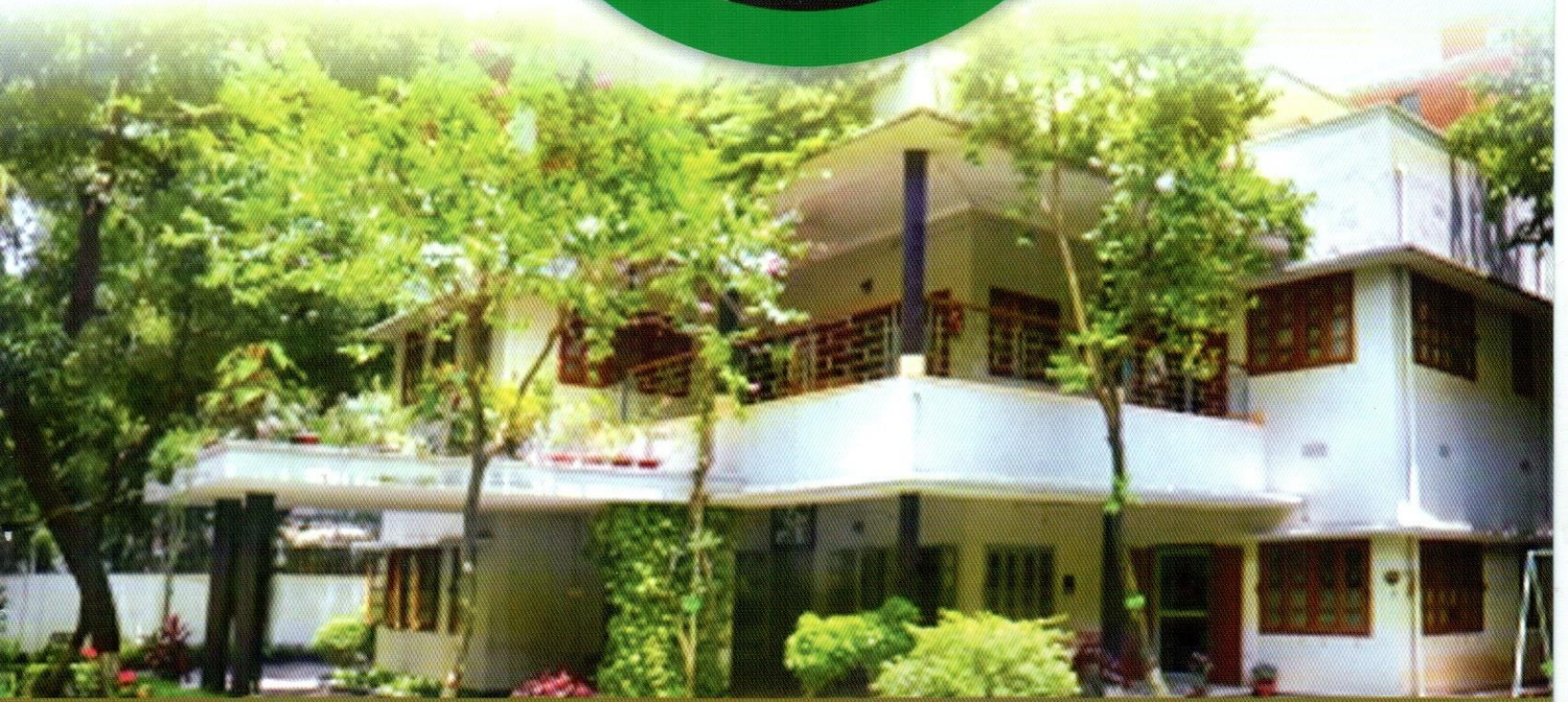

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর বঙ্গবন্ধু ভবন, ধানমন্ডি-৩২, ঢাকা

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

Bangladesh House Building Finance Corporation

গৃহায়নের দিগন্তে ঐতিহ্যের স্মারক

# গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৯ম বর্ষ
১ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর
২০১৯খ্রি.

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে"

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

## বিএইচবিএফসি'র মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে প্রাণতুল্য মাতৃভূমির বিজয় সাধিত হয়। সংগ্রামী এ জাতি ইতিহাসের বিশেষ এই দিনটিকে পালন করে নানা আনুষ্ঠানিকতায়। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনের এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করে।

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে বিএইচবিএফসি কর্তৃক এ দিনটি উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিএইচবিএফসি'র ঢাকাস্থ জোনাল ও শাখা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন করে। এ উপলক্ষ্যে কর্পোরেশনের সদর দফতর ভবনকে বর্ণিল আলোক সজ্জায় সাজানো হয়।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের মহান বিজয় দিবস উদযাপনের প্রতিটি অংশের নেতৃত্ব দান করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী এবং সহযোগী নেতৃত্বে ছিলেন প্রতিষ্ঠানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, মহাব্যবস্থাপক: জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, জনাব চানু গোপাল ঘোষ ও জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন। প্রতিষ্ঠানের সকল উপমহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে বিজয় দিবসের এই দিনটি উদযাপিত হয়।

# মুজিব, মুজিববর্ষ ও বিএইচবিএফসি'র ভাবনা

**'সে ছিলো দীঘল পুরুষ, হাত বাড়ালেই ধরে ফেলতো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল, সাড়ে সাত কোটি হৃদয়'**

হাত বাড়ালেই যে নেতা ধরে ফেলতেন বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা আর বাঙালির কষ্ট। 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা' এ আত্মপরিচয়টুকু তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। হিমালয়ের চূড়া থেকে নামিয়ে এনে ইতিহাস রচনা করেছেন বাংলার। একদিন যাঁর বজ্রকণ্ঠে ফুঁসে উঠেছিলো গোটা দেশের মানুষ, যাঁর একটি তর্জনী হেলনে গর্জে উঠেছিলো আসমুদ্র হিমাচল। তিনি ইতিহাসের মহানায়ক, বাঙালির অবিসংবাদিত বিহঙ্গবিপ্লবী স্বাধীনতাকামী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বেঁচে থাকলে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি হতেন শতবর্ষী। ২০২০ সালে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ, ২০২০ হতে ২৬ মার্চ, ২০২১ সময়কালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২১ সাল হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ উপলক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে বলে ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। ইতিমধ্যে ইউনেস্কো যৌথসভায় মুজিববর্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

**"মুজিববর্ষে সম্ভাষণ- সবার জন্য আবাসন"** এই শ্লোগান ধারণ করে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিএইচবিএফসি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিএইচবিএফসি'র রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ী (বর্তমানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি যাদুঘর) নির্মাণে গ্রহণ করা হয় বিএইচবিএফসি'র ঋণ। এছাড়া ধানমন্ডি ৫-এ অবস্থিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন সুধাসদন নির্মাণেও বিএইচবিএফসি'র ঋণ গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা আবাসন খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুরাগে এই প্রতিষ্ঠানে সৃজিত হয় পূনঃর্গঠন ও সংস্কার।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বোত্তম কর্মপন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ নিয়মিতকরণে বিশেষ

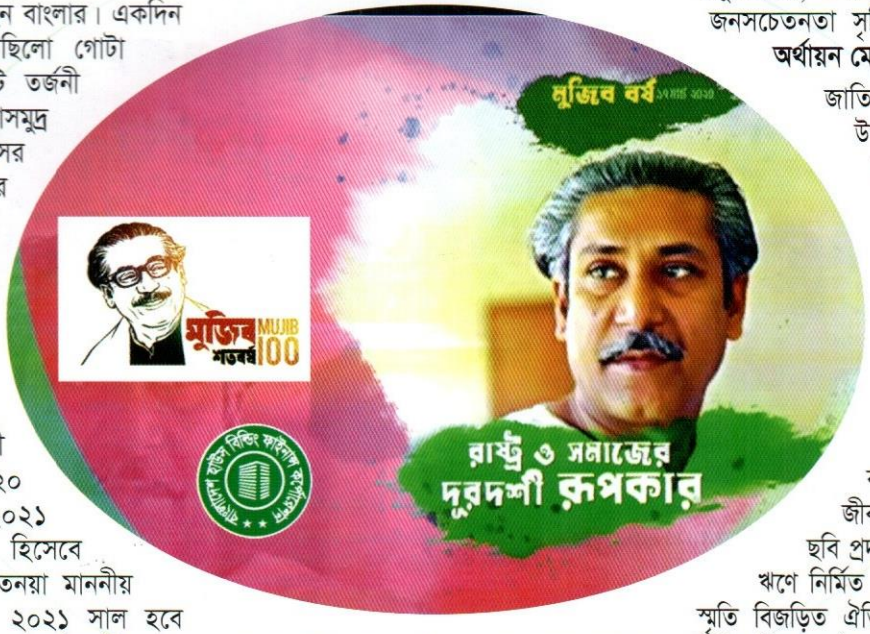


পূনঃতফসিলিকরণ সুবিধা প্রদান করে সার্কুলার জারি করা হয়। এছাড়া দেশের নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে বিএইচবিএফসি '০' ইকুইটি ঋণ প্রবর্তন করা হয়। গ্রামীণ অবকাঠামোতে স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব উপকরণসমূহ ব্যবহার করে একই মডেলের বাড়ী তৈরীতে উক্ত ঋণ প্রদান করা হবে। ফরিদপুর ও কিশোরগঞ্জ-এর দুইটি গ্রামে প্রথমে পাইলটিং এর ভিত্তিতে এধরণের বাড়ী নির্মাণ করা হবে। এই ঋণ প্রকল্পের নাম হবে **'বঙ্গবন্ধু আবাসন প্রকল্প'**। এধরণের বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণস বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি'র গ্রাহকগণকে জন্মশতবার্ষিকীর গ্রাহক কার্ড প্রদান করা হবে, যেন উক্ত কার্ড দ্বারা একজন গ্রাহক আবাসন সংক্রান্ত সকল দ্রব্যাদি (বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল) হ্রাসকৃত মূল্যে ক্রয় করতে পারেন। এই কার্ডটি বিএইচবিএফসি'র গ্রাহক পরিচিতি কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সুদীর্ঘকাল নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে যাতে একটি বাড়ীতে বসবাস করা যায়, সে বিষয়ে বিএইচবিএফসি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বছরব্যাপী জনসচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ আয়োজন করবে। বিভিন্ন ডকুমেন্টারী, তথ্যকণিকা ও প্রকাশনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং **মুজিববর্ষ আবাসন অর্থায়ন মেলার** আয়োজন করা হবে।

জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ; ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেইজে বঙ্গবন্ধুর উপরে একটি পৃথক বিভাগ চালুকরণ, বিএইচবিএফসি'র ওয়েব সাইট ও ফেসবুক পেইজে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ, জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন তথ্য ও ছবি প্রদর্শন ছাড়াও বিএইচবিএফসি'র ঋণে নির্মিত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক বাড়ী ও সুধাসদনের বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করা হবে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে **'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর'** কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

মুজিব মানেই বাংলাদেশ, বাংলার অস্তিত্ব ও পরিচিতি। মুজিব মানেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অমৃতধারায় সঞ্জীবিত এক রাজনৈতিক দর্শন। বাংলার মাটি, বাংলার আলো বাতাস, জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের অমৃতরসে পুষ্ট ছিলো তাঁর রাজনীতি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল মুজিব নেতৃত্বের অজেয় দুর্গ। বাংলার এই মানসপ্রিয় স্বাধীনতাকামী নেতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হবে সোনার বাঙলার সোনার মানুষ।


"বিএইচবিএফসি বিশ্বাস করে - আকাশ হবে না কোন শিশুর গৃহছাদ"– ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএইচবিএফসি

# একটি তর্জনী

প্রিয়তম আকাশের সামিয়ানা
মেঘ পেতে ছুঁই রোদ্দুর,
বুকে পুষে দেখি
পথটা আলোর বঙ্গবন্ধুর।
এক মুঠো রোদে
ফলে অজস্র সোনা,
যে বুকে করো চাষ স্বাধীনতা
বাংলার ফসল বোনা।

ধানমন্ডি ৩২ হৃদয় খোলা দরজা
স্বাধীনতার সুগম দাতব্য প্রতিষ্ঠান,
পথের পথিক থমকে দাঁড়াত
দেখে নিত কৃষক মাটির সন্তান।
তারা নবান্নের ফসল ঘরে তোলে
উর্বর বুকের পলীয়-জমিনে,
সোনার মানুষ আলোয় রাঙে
তোমার এক তর্জনীর লক্ষ অঙ্গুলী হেলনে।

বিজয় দিবসে
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
**শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি**
শ্রদ্ধাঞ্জলি

## বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিএইচবিএফসি (প্রকাশিত খবরের অংশবিশেষ)

# বিএইচবিএফসিতে আইএসডিবি'র অর্থায়নকৃত প্রকল্প কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ৮ম তলায় "Rural and Peri-urban Housing Finance Project" কার্যালয় এর শুভ উদ্বোধন করেন বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালক নীলুফার আহমেদ, মোঃ মনিরুজ্জামান, ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, তপন কুমার ঘোষ এবং বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রকল্প পরিচালক মোঃ আতিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য মফস্বল অঞ্চল, শহরতলী, গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ এলাকায় স্বল্পসুদে পরিকল্পিত আবাসন সংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# অফিসারদের ১৪তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের ১০ম গ্রেড (অফিসার) পর্যায়ের মোট ৩৯জন কর্মকর্তার অংশ গ্রহণে ২৪ নভেম্বর-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে মোট ১৫ কর্মদিবসব্যাপী '১৪তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

# নৈতিকতা কমিটি ও এপিএ টিমের সভা অনুষ্ঠিত

২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিএমডি কনফারেন্স রুমে নৈতিকতা কমিটি ও এপিএ টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যগণসহ সংশ্লিষ্ট সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার স্ট্রাটেজি ও শুদ্ধাচার পরিপত্রের খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি(সিটিজেন চার্টার) এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধন এর উপর বিশদ আলোকপাত করা হয়।

# দুর্নীতির কারণসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং 'প্রতিকার নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা ও সচেতনতা সৃষ্টির অভিলক্ষ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রি. একদিনব্যাপী 'কর্পোরেশনে দুর্নীতির কারণসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিকার নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী(ব্যবস্থাপনা পরিচালক), জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান (উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক), জনাব অরুন কুমার চৌধুরী (মহাব্যবস্থাপক) এবং জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহা (উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ধরন ও কারণ এবং দুর্নীতি রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার; দুর্নীতির কারণসমুহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিকার নির্ধারণ; প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ও প্রস্তাব; দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং কর্পোরেশনের চাকুরী

প্রবিধানমালা-২০১২; দুর্নীতি রোধে কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা ও পরিপালন তথা সৌজন্যতা, সদাচরণ, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

# ‘দৈনিক আমার সংবাদ’কে হাউস বিল্ডিংয়ের এমডি

## “সংস্কারমূলক উদ্যোগে সুফল পাচ্ছে তৃণমূল গ্রাহকরা”

অনেকেরই জমি আছে, কিন্তু বাড়ি করার টাকা নেই। আবার কারো বেশি করে বাড়ির প্লান থাকলেও পুরোটা শেষ করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, প্রবাসী ও কৃষকরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে পারছেন না। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) সংস্কারমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। জনাব দেবাশীষ চক্রবর্তী ২০১৭ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে যোগদান করেই এসব উদ্যোগ নেন। কর্পোরেশনকে ডিজিটালাইজড্ও করেছেন তিনি। এতে তৃণমূলের গ্রাহকরাও পাচ্ছেন সুফল। সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ে আমার সংবাদকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব উদ্যোগ ও সফলতার কথা জানান দেবাশীষ চক্রবর্তী। তার সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটুকু তুলে ধরা হলো।

**বিভিন্ন সংস্কারে ভালো সুফলঃ** বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের এমডি দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর গত অর্থবছরে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ঋণ মঞ্জুর বা অনুমোদন করেছে। ঋণ মঞ্জুর হয়েছে ৫৫৩ কোটি টাকা। আর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ৪৩৫ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিলো ৪০২ কোটি টাকা, ঋণ বিতরণ ৩৬৬ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ৩৫৩ কোটি টাকা এবং ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২৭৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। লাভও বেশি হয়েছে আগের চেয়ে। আমি আসার পর বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেয়া হয়। সুফল পাচ্ছেন তৃণমূলের গ্রাহক। এ কারণেই মানুষ হাউস বিল্ডিংকে নতুন করে চিনেছে। মানুষের কাছে আরও সহজ করে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সচেতনতা বাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে জমির মালিকদের নামজারিসহ অন্যান্য কাজের ব্যাপারে। কারণ, দেখা গেছে অনেকেই জমি কিনলেও পরে খোঁজখবর রাখেন না। এর ফলে পরে বিভিন্নভাবে ঝামেলার সৃষ্টি হয়, মামলার জটও কমবে বলে জানান তিনি।

**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবেঃ** বিএইচবিএফসির এমডি বলেন, সরকার ১৪ লাখ কর্মকর্তার জন্য স্বল্পসুদে অর্থাৎ ৫ শতাংশ সুদে আবাসনের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই সিলিংয়ের ফ্ল্যাট কম। আবার রাজউকের ফ্ল্যাট পেতে হলে ৫০ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট করতে হয়। তা না হলে জানতে পারেন না কোন ফ্ল্যাটটা বরাদ্দ পাচ্ছেন। তাই আমরা তাদের ঋণ দিতে পারছি না। কারণ আমরা বুঝতে পারছি না আসলে তার ফ্ল্যাট কোনটা। তা পেতেও আবার অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়। প্রাইভেট সেক্টরের ফ্ল্যাটও সরকারি কর্মকর্তাদের ক্রয়সীমার বাইরে। এটার মালিকানা পেতেও দীর্ঘ সময় লাগে। শুধু তাই নয়, সরকার গৃহঋণের জন্য ৭৫ লাখ টাকা সিলিং করেছে, তা অধিকাংশ কর্মকর্তার জন্যই অপ্রতুল। চাহিদার তুলনায় তা কম। সরকার ৫ শতাংশ ভর্তুকি দিলেও এ জন্য বাড়ি নির্মাণের জন্য দরখাস্ত কম বলে উল্লেখ করেন দেবাশীষ চক্রবর্তী। তাই সরকারের ঋণ সুবিধা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। ঢাকা ও চট্টগ্রামে শহরভিত্তিক ফ্ল্যাট হতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে গ্যাপ রয়েছে তা দূর করতে হবে। এ জন্য নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্লটের ব্যবস্থা করছে। তাই তাদের প্লটের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে কর্মকর্তাদের জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ জমি কিনতেই অনেক টাকা লেগে যাচ্ছে। তাই আমরাও চাচ্ছি ২০২১ সালে সবার জন্য আবাসন হোক।

**খাস জমি কাজে লাগাতে হবে ঃ** সরকার ঘোষণা করেছে সবার জন্য আবাসন এ ব্যাপারে রূপালী ব্যাংকের সাবেক ডিএমডি বলেন, সরকার ১৯৫২ সালে আবাসনের জন্য বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন করেছে। এ পর্যন্ত তিন হাজার ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। যেখানে আবাসনের বিনিয়োগ ৮২ হাজার কোটি টাকা। অন্যান্য খাতের মতো আবাসনের চাহিদা পূরণে হাউজিং ব্যাংক থাকা দরকার। দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের ব্যবস্থা করা হলে এর সুবিধা বাড়বে। কারণ বর্তমানে তহবিল অপ্রতুল। তাই সবার চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় লাখ লাখ বিঘা খাস জমি পড়ে রয়েছে। ল্যান্ড ব্যাংক করে এসব খাস জমি কাজে লাগার ব্যবস্থা করলে আবাসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এটা করা হলে যে কেউ ইচ্ছামতো বাড়ি করতে পারবে না। ভারতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, দেখা গেছে ইচ্ছা করলেও কেউ বড় বাড়ি করতে পারে না। কারণ **ভারত আবাসন যোজনা** নামে স্কিম চালু করেছে। আয়ের ওপর নির্ভর করে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আবাসনের ব্যবস্থাও ভালোভাবে হচ্ছে। পাশের এ দেশটি ২০২২ সালে সবার জন্য বাড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে আমাদের দেশে সরকার তার আগেই ২০২১ সালে সবার জন্য আবাসনের ঘোষণা দিয়েছে। এমডি আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার যে ২২ হাজার বাড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছে তার নকশা হাউস বিল্ডিং করে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীকে এর কপি হস্তান্তর করা হয়েছে।

**৭ শতাংশ সুদে কৃষক আবাসন ঋণ ঃ** হাউস বিল্ডিং সবার আবাসনের ব্যবস্থা করতে না পারলেও গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ও সবার জন্য আবাসন কার্যকর করতে হাউস বিল্ডিংও এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা গ্রামীণ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাই তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কৃষকদের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৭ শতাংশ সুদে কৃষক আবাসন ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একখণ্ড জমি আছে এমন কৃষকদের সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আমমোক্তার নিয়োগ করলেও সেই দলিল মূলে এই ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোনো ব্যাংকে হিসাব নম্বর খুলে ১৮ বছর থেকে ৬০ বছরের যেকোনো কৃষক এই ঋণ সুবিধা পাবেন।



কিস্তির অতিরিক্ত জমাকৃত টাকা আসলে সমন্বয় করা হয়

থাকার জায়গা নেই এমন প্রান্তিক কৃষকরা আবেদন করলেই আমরা ডিজাইন করে তাদের বাড়ি করার ব্যবস্থা করেছি।কারণ তারা জানে না কখন কোথায় ডিজাইন করা যাবে। তবে আবেদনে জমির দলিল, ডিসিআর, খাজনা রশিদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সরকার চাচ্ছে সবাইকে আবাসনের আওতায় আনতে। তাই এ উদ্যোগ সহায়ক হবে। ৫ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদি এই ঋণ। তবে কৃষি জমি ব্যবহার করা যাবে না। আবার যাদের বিল্ডিং বাড়ি রয়েছে তারা এ ঋণের আওতায় আসবে না বলে জানান তিনি।

**সহজ করা হয়েছে ঋণ ব্যবস্থা ঃ** শেষ বয়সে সবারই নিজ বাড়ি থাকা চাই। এজন্য অনেকেই ঋণ নিয়ে একটি বাড়িও করে। তাদের এ ঋণ পরিশোধে আগে ব্যাংকে যেতে হলেও সেই অবস্থার পরিবর্তন করে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সব শাখাকে অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। অটোমেশনের আওতায় আনায় তাদের ভোগান্তি হয় না। বর্তমানে গ্রাহকদের আর ব্যাংকে যেতে হয় না। অনলাইনে তারা কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছেন। তিনি আরও বলেন, বিএইচবিএফসি অ্যাপস চালু করা হয়েছে। তাতে সব তথ্য দেয়া আছে। গ্রাহকরা কিস্তির টাকা পরিশোধসহ হালনাগাদ সব তথ্য জানতে পারছেন। গ্রাহকদের উদ্দেশে দেবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই আমরা ঋণ দিচ্ছি টাকা নিয়ে বসে আছি, আপনাদের কাগজপত্র ঠিক থাকলে টাকা নিয়ে যান।

**কমানো হয়েছে সুদের হার ঃ** সবাই যাতে আবাসন সুবিধায় আসতে পারেন তার জন্য হাউস বিল্ডিং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে সুদের হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৯ শতাংশে আনা হয়েছে। আর কৃষকদের জন্য ১০ শতাংশ থেকে সুদ কমিয়ে ৭ শতাংশে আনা হয়েছে। অন্যান্য এলাকায় ৮ শতাংশে ঋণ দেয়া হচ্ছে একটি বাড়ির জন্য। তিনি বলেন, ৭ শতাংশ সুদে ঋণ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে। যেখানে অন্যরা যায় না সেখানেই আমাদের কাজ চলছে। তিনি আরও বলেন, শুধু ঋণই দেয়া হয় না, সচেতনতামূলক কাজও করছে হাউস বিল্ডিং। এ জন্য নকশা অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ, সোলার পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন বার্তাও দেয়া হচ্ছে। সবার কাছে আরও সহজবোধ্য করার জন্য আমাদের ২৯টা অফিস থেকে বাড়িয়ে ৮৫টা অফিস করা হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে সব জায়গায় যাতে আবাসনের সুবিধা পেতে আমাদের অফিস চালু করা যায়। অতিসত্তর ১৪টার অনুমোদন পেতে যাচ্ছি।

**প্রবাসীদের দিকে নজর দিতে হবে ঃ** প্রবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক কষ্ট করে দেশে পাঠান রেমিটেন্স। তাদের অর্থেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় শিল্পকারখানাসহ অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। সেই প্রবাসীরা যাতে নিজ দেশে একটু ঠাঁই করতে পারেন সে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং জমির মালিক হলেই তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় ৯ শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা ঋণ দেয়া হচ্ছে। এর বাইরে সব জায়গায় সাড়ে ৮ শতাংশ সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। তাদের সর্বোচ্ছ ৬০ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া গ্রুপভিত্তিকও সাড়ে ৮ থেকে ৯ শতাংশ সুদে ৪০ থেকে ৬০ লাখ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদি প্রবাসী আবাসন ঋণ দেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, আবাসন ঋণে প্রবাসীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তারা এনআইডি বা পাসপোর্টের ফটোকপি দেখালেই ঋণ পাবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টই হচ্ছে বড় বাধা। কারণ অনেকে বাইরে থাকায় এনআইডি করতে পারেন না। তারা দেশে এসে সহজেই এনআইডি পাচ্ছেন না। আবার বিদেশে থাকাবস্থায় পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হলেও তা নবায়ন করতে পারেন না। সরকারের নতুন উদ্যোগ কাজে লাগাতে অতি দ্রুত তাদের এনআইডি ও পাসপোর্ট সমস্যা দূর করা দরকার। এটা করা হলে প্রবাসীদের বিনিয়োগ আরও বাড়বে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর কারণ ব্যাখা করে তিনি বলেন, দেশে প্রতিনিয়ত প্রবাসী আয় বাড়ছে। সম্প্রতি সরকার তাদের জন্য নগদ ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এতে তারা ব্যাপকভাবে উৎসাহী হয়ে বেশি করে রেমিটেন্স পাঠাবেন। শুধু তাই নয়, প্রিমিয়াম বন্ড ও ওয়েজ আর্নাস বন্ডে ব্যাপক সুবিধা থাকলেও প্রবাসীরা তা জানেন না। সাড়ে ৭ শতাংশ সুদ দেয়া হচ্ছে। তাদের জানার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা করা হলে উন্নয়ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে। সৌদি আরব, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা ব্যাপক আগ্রহী। তাদের সুবিধা দিলে বিনিয়োগও ব্যাপকভাবে বাড়বে। দেশের প্রতি টান বাড়বে। তারা ঘনঘন বাড়ি আসবে। পৈত্রিক বাড়ি ভেঙে প্রবাস বন্ধু ঋণের আওতায় বিলাসবহুল বিল্ডিং করা যাবে। রেমিটেন্সের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে বলে জানান তিনি। এছাড়া বিভিন্ন ঋণও রয়েছে। রূপালী ব্যাংকের সাবেক এ ডিএমডি এসব ঋণ চালু করেছেন আবাসনের জন্য। যেমন –

**নগরবন্ধু ঃ** ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে একক বা যৌথভাবে বাড়ি নির্মাণ বা ফ্যাট ক্রয়ে সরল সুদে এক কোটি টাকা বাড়ির ঋণ। ফ্যাট ক্রয়ে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। সুদের হার ৯ শতাংশ। ৫ থেকে ২০ বছরে ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

**পল্লীমা ঃ** ঢাকা-চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকার বাইরে যেকোনো জেলা বা উপজেলা, গ্রোথসেন্টারে একক বা গ্রুপে বাড়ি নির্মাণ অথবা ফ্যাট ক্রয়ে সরল সুদে গৃহঋণ পাওয়া যাবে। সুদের হার সাড়ে ৮ থেকে ৯ শতাংশ। ৫ থেকে ২০ বছরে তা পরিশোধ করতে হবে।

**আবাসন উন্নয়ন ঃ** ভবনের অসমাপ্ত ফোর নির্মাণে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে। সারা দেশে সুদের হার ৮.৫০ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশ সুদে এ ঋণ দেয়া হচ্ছে। ৫ থেকে ২০ বছরে পরিশোধ করা যাবে।

**আবাসন মেরামতঃ** ভবন সংস্কারে ২০ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হয়। সুদের হার সাড়ে ৮ থেকে ৯ শতাংশ। ৫ থেকে ১০ বছরে এ ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

**ফ্ল্যাট ঋণঃ** ঢাকা-চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকাসহ যে কোনো জেলা বা উপজেলা, গ্রোথসেন্টারে একক বা গ্রুপে বাড়ি নির্মাণ অথবা ফ্যাট ক্রয়ে সরল সুদে ঋণ পাওয়া যাবে। সুদের হার ৯ শতাংশ। ৫ থেকে ২০ বছরে এ ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

(৬ অক্টোবর ২০১৯ আমার সংবাদে প্রকাশিত)

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় বাড়ি নির্মাণে সর্বোচ্চ

২ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা

গ্রুপে বাড়ি নির্মাণে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১২০ কোটি এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ে১.২০ কোটি টাকা

- কিস্তির অতিরিক্ত জমাকৃত টাকা সরাসরি আসলে সমন্বয়।
- Early settlement Fee নেই
- কোন প্রকার Hidden Charge নেই।
- সারাদেশে ৭-৯% সরল সুদে সর্বোচ্চ ২৫ বছর মেয়াদী ঋণ সুবিধা
- গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব থেকে EFT পদ্ধতিতে এবং অনলাইনে ঋণের কিস্তি পরিশোধের ব্যবস্থা।
- One stop Service-এর মাধ্যমে স্বল্পসময়ে ঋণ মঞ্জুরী।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, বারিধারা, উত্তরা, লালমাটিয়া ও ডিওএইচএস (মহাখালী, বারিধারা,বনানী, মিরপুর) এলাকার সরকারি প্লট এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার আগ্রাবাদ, চান্দগাঁও, কর্নেলহাট, বাকলিয়া, ফয়েজলেক আবাসিক এলাকার সরকারি প্লট ও খুলশী আবাসিক এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
Bangladesh House Building Finance Corporation
www.bhbfc.gov.bd.info@bhbfc.vov.bd, www.fb.com/hbfcbd
ফোন ঃ ০১৫৫০০৪০০০৫,০১৫৫০০৪০০০৬+৮৮০-২৯৫৬১০৮০

Early Settlement- এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সুদ বা অতিঃ সুদ চার্জ করা হয় না

ইনোভেশন কর্নার

# উদ্ভাবনী ধারণা

## E-Home Loan System

১। **উদ্ভাবনী ধারণার শিরোনামঃ** ই-হোম লোন সিস্টেম

২। **পরিচিতিঃ** অনলাইনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ গৃহঋণ সেবা

৩। **উদ্দেশ্যেঃ** বিদ্যামন পদ্ধতিতে প্রদেয় গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য এ ধরনের সেবা চালুর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ প্রাপ্তি ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য একজন গ্রাহককে অসংখ্যবার অফিসে আসতে হয়। ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয় এবং একই সাথে দীর্ঘসূত্রিতাও সৃষ্টি হয়। ঋণের কিস্তি জমাদান, স্টেটমেন্ট গ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য সেবা গ্রহণে নানাধরণের জটিলতা দেখা দেয়। ই-হোম লোন সিস্টেম চালুর ফলে গ্রাহক সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে সকল সেবা প্রাপ্ত হবেন।

৪। **কর্মপদ্ধতি ঃ**

- অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন
- ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখে সাইট পরিদর্শন
- এসএমএস/ইমেইল মারফত প্রাথমিক অনুমোদন প্রেরণ
- ইলেকট্রনিক্যালী ফাইল প্রসেস
- এসএমএস/ইমেইল মারফত মঞ্জুরীপত্র প্রেরণ
- অনলাইনে চেকের আবেদন
- EFT এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ
- অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ
- অনলাইন/এসএমএস এর মাধ্যমে লোন স্টেটমেন্ট প্রদান
- কিস্তি পরিশোধান্তে ইলেকট্রনিক্যালী ফাইল ক্লোজিং

৫। **উপকারিতা/সুফল ঃ**

- একজন ঋণ প্রত্যাশি সহজেই ঘরে বসে অনলাইনে ঋণ আবেদন করতে পারবেন
- অফিসে/ব্যাংকে না গিয়ে কিস্তি জমা দিতে পারবেন
- অনলাইনে ঋণের হালনাগাদ তথ্য পাবেন
- অনলাইনে ঋণের স্টেটমেন্ট পাবেন
- এছাড়াও অন্যান্য সকল সেবাই অনলাইনের মাধ্যমে পাবেন

৬। **বাস্তবায়ন ব্যয়ঃ** আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা
**পরিচালন ব্যয়ঃ** মেইনটেইন্যান্স ব্যয় আছে

৭। **বাস্তবায়ন সময়কাল ঃ** বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন, সময়কাল জুন/২০২০

৮। **সুবিধাভোগীর ব্যয় ঃ** নেই

৯। **সম্প্রসারণের সুযোগ ঃ** সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে

১০। **সম্ভাব্য ঝুঁকি ঃ** ঝুঁকি নেই

১০। **ধারণা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ঃ** এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত ও খুলনায় অনুষ্ঠিত "ই-সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা" শীর্ষক কর্মশালায় মোঃ নাজমুল হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঋণ বিভাগ) এর নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট টিমের কর্মকর্তাবৃন্দ।


**প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ** **দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **অরুন কুমার চৌধুরী,** মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ (ঋণ, সাধাঃ সেবা, প্রকৌশল ও পিএইচআরডি)

**জেড. এম হাফিজুর রহমান,** উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ)

**মোঃ রফিকুল ইসলাম,** সিনিয়র অফিসার, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
info@bhbfc.gov.bd, web : www.bhbfc.gov.bd

গৃহায়নের দিগন্তে ঐতিহ্যের স্মারক

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
Bangladesh House Building Finance Corporation
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
হেল্প লাইন ঃ ০২-৯৫৬১৩৮০, ০১৫৫০০৪৩৩০৫-৬
info@bhbfc.gov.bd; www.bhbfc.gov.bd